৮/৫/2000
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...২... ৩: কলাম ...৪.......

দৈনিক ইত্তেফাক

'রাজনৈতিকভাবে নকলবাজরা প্রশ্রয় না পাইলে বোর্ডের পরীক্ষায় নকল প্রবণতা কমিয়া যাইবে'

রেজানুর রহমান ॥ নকলমুক্ত পরিবেশে এইচএসসি পরীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী পর্যায়েও বিভিন্ন স্থানে গঠন করা হইয়াছে নকল প্রতিরোধ কমিটি। বিভিন্ন জেলা প্রশাসন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিয়া সভা-সমাবেশ ও মতবিনিময় কর্মসূচীর মাধ্যমে নকল বিরোধী প্রচার-প্রচারণা চালাইতেছে। দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে ইত্তেফাকের সংবাদদাতাদের পাঠান রিপোর্টে দেখা গিয়াছে, প্রতিটি স্থানে নকল বিরোধী মনোভাব আগের চাইতে জোরদার হইয়াছে। অধিকাংশ সভা-সমাবেশে অভিন্ন সুরে বলা হইয়াছে, শিক্ষার স্বার্থে নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণ করা জরুরী। এইক্ষেত্রে সরকারী ও বিরোধী দলের ঐকমত্য প্রয়োজন। রাজনৈতিকভাবে নকলবাজরা প্রশ্রয় না পাইলে বোর্ডের পরীক্ষায় নকল প্রবণতা বহুলাংশে কমিয়া যাইবে।

আর মাত্র এক দিন পর অর্থাৎ ১০ই মে সারাদেশে ২০০১ সালের এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হইবে। সারাদেশে ৫ লক্ষাধিক পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় অংশ নিবে। পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে গ্রহণের লক্ষ্যে প্রতিটি বোর্ডে ৪টি করিয়া তদারকি টীমের পাশাপাশি একাধিক ভিজিল্যান্স টীম গঠন করা হইয়াছে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের নেতৃত্বে গঠিত ৫০ সদস্যের একটি ভিজিল্যান্স টীম ১২ ঘন্টার নোটিসে দেশের যেকোন স্থানে ছুটিয়া যাইবে। সারাদেশে মোট ৯৪২টি কেন্দ্রে এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে।

বিভিন্ন সূত্রে খোঁজ নিয়া দেখা গিয়াছে, এইবার সারাদেশে নকলবিরোধী প্রচার-প্রচারণায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও অংশ নিয়াছেন। ইহার পরও বিভিন্ন কেন্দ্রের উপর কর্তৃপক্ষের আস্থা ফিরিয়া আসে নাই। একই শহরে এক গ্রুপ নকল বিরোধী প্রচার-প্রচারণা চালাইতেছে, অন্য গ্রুপ নকল সরবরাহ এবং নকলে সহায়তাকারী পকেট পুস্তক, কাগজপত্র বিক্রয় করিতেছে। ভিন্ন কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষা দিলে নকলের সুযোগ পাওয়া যাইবে না এই আশঙ্কায় কেহ কেহ নিজ কলেজেই পরীক্ষা দেওয়ার চাপ প্রয়োগ করিতেছে। বিভিন্ন স্থানে ছাত্র সংগঠনের পরিচয়ে অহেতুক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হইতেছে।